ধর্মের স্বরূপ এবং বিজ্ঞান

আবুল হোসেন খোকন

মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষের সিংহভাগই মনে করেন ইসলাম ধর্ম আবির্ভাবের আগে পৃথিবীর মানুষ ছিল পুরো অসভ্য-বর্বর এবং পশুতুল্য। জ্ঞান-গরিমা, শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতার মতো কোন কিছুই তখন ছিল না তাদের মধ্যে। ইসলাম এসে অন্ধকার (ধর্মীয় পরিভাষায় যাকে বলা হয় আইয়ামে জাহেলিয়া) যুগ থেকে সবাইকে উদ্ধার করেছে এবং পৃথিবীতে শান্তি, সভ্যতা– ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু এটা যে কতোবড় ভুল এবং মিথ্যা ধারণা– তা কেবল ইতিহাস জানলেই ধরা যায়। ইতিহাসের প্রকৃত সত্য হলো ইসলাম কোন রকম অন্ধকার থেকেই মানুষকে উদ্ধার করেনি। বরং ইসলাম আসার আগেও যেমন পৃথিবীতে সভ্যতা, শিক্ষা, জ্ঞান-গরিমা, শান্তি ছিল; আবার তেমন ইসলাম আসার পরেও পৃথিবীতে অসভ্যতা, অশিক্ষা, বর্বরতা, অশান্তি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি সবই ছিল এবং আছে। অর্থাৎ আগেও পৃথিবীতে ভাল-মন্দ দুই-ই ছিল, পরেও তা আছে। ইসলাম এসে এখানে কোন পরিবর্তন আনেনি।

ইতিহাসে ফিরে যদি প্রশ্ন করা হয়, ইসলামের আবির্ভাব কখন? উত্তর পাওয়া যাবে যে, ইসলামের আবির্ভাব এখন থেকে ১ হাজার ৩শ' ৯৮ বছর আগে, ৬১০ খ্রিস্টাব্দে। অর্থাৎ এখন থেকে ১ হাজার ৪শ' ৩৮ বছর আগে (৫৭০ খ্রিস্টাব্দে) ইসলামের আবির্ভাবক হযরত মুহম্মদ জন্ম গ্রহণের ৪০ বছর পর (৬১০ খ্রিস্টাব্দে) নবুয়তপ্রাপ্ত হয়ে ইসলাম ধর্মের সূচনা ঘটান। মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা মনে করেন, এর পর থেকেই পৃথিবীতে সভ্যতা বা সু-সভ্যতা আসে। কিন্তু বাস্তব হলো, ইসলামের আবির্ভাব ঘটার আগেও রয়েছে ৪ হাজার ৬শ' ১০ বছরের সভ্যতার ইতিহাস। এই সু-দীর্ঘ সময়ের ইতিহাসে রয়েছে আজকের আধুনিক অবস্থার চেয়েও বিস্ময়কর সভ্যতা, জ্ঞানী-গুণি মানুষ, সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী, জীবন-যাপন ব্যবস্থাপনা, চিন্তা-ভাবনা, আবিস্কার, স্থাপত্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং আর্থ-সামাজিক জীবন ব্যবস্থা। সভ্যতার ক্ষেত্রে দেখতে পাবো ইসলামের আবির্ভাবের ৪ হাজার ৬শ' ১০ বছর আগে (৪ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে) প্রাচীন মিশর ও মেসোপটোমিয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে, ৪ হাজার ১০ বছর আগে (৩ হাজার ৪শ' খ্রিস্টপূর্বাব্দে) টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদী তীরে সুমেরীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে, ৩ হাজার ৬শ' ১০ বছর আগে (৩ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে) সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে, ৩ হাজার ৪শ' ৮০ বছর আগে (২ হাজার ৮শ' ৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) ট্রয়ে মানববসতি স্থাপিত হয়েছে, ১ হাজার ৬শ' ১০ বছর আগে (১ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে) জেরুজালেম নগরী প্রতিষ্ঠা হয়েছে, ১ হাজার ৪শ' ১০ বছর আগে (৮শ' খ্রিস্টপূর্বাব্দে) ফিলিসিয়াদের দ্বারা কার্থেজ নগরী প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, প্রায় দেড় হাজার বছর আগে (৪শ' ৪৭-৪শ' ৩৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) পার্থেনল নির্মাণ হয়েছে। আমরা যদি পৃথিবী বিখ্যাত অমর কীর্তির ইতিহাস খুঁজি তাহলেও দেখবো ইসলামের আবির্ভাবের ৩ হাজার ৬শ' ১০ বছর আগে (৩ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে) মিশরে পিরামিড নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে, ৩ হাজার ৩শ' ১০ বছর আগে (২ হাজার ৭শ' খ্রিস্টপূর্বাব্দে) গীর্জার বৃহত্তর পিরামিড নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে, ৩ হাজার ২শ' ১০ বছর আগে (২ হাজার ৬শ' খ্রিস্টপূর্বাব্দে) ফারাও থিউপসের জন্য সর্বোচ্চ পিরামিড তৈরি হয়েছে, ১ হাজার ৩শ' ৮৬ বছর আগে (৭শ' ৭৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) গ্রীসে প্রথম অলিম্পিকের সূচনা হয়েছে, ১ হাজার ৩শ' ৬৩ বছর আগে (৭শ' ৫৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে, ৮শ' ৩০ বছর আগে (২শ' ২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) চীনের মহাপ্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে, ১শ' ৭২ বছর আগে (৪শ' ৩৮ খ্রিস্টাব্দে) "জাস্টিয়ান কোড" আইন তৈরি হয়েছে, ৮০ বছর আগে (৫শ' ৩২ খ্রিস্টাব্দে) সেন্ট সোফিয়া গীর্জার নির্মাণ হয়েছে।

আমরা যদি বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী কিংবা দার্শনিকদের ব্যাপারে দেখি তাহলে পাবো– ইসলামের আবির্ভাবের ১ হাজার ৪শ' ৯৫ বছর আগে (৮শ' ৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) মহাকবি হোমার-এর জন্ম হয়েছে, ১ হাজার ২শ' ৫০ বছর আগে (৬শ' ১০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) গ্রীস দেশের আদি দার্শনিক থেলিস-এর জন্ম হয়েছে, আনাক্সিমান্দর-এর জন্ম হয়েছে, ইতালির

দার্শনিক পিথাগোরাস-এর জন্ম হয়েছে, ১ হাজার ২শ' ৩০ বছর আগে (৬শ' ২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) গল্পকার ঈশপের জন্ম হয়েছে, ১ হাজার ১শ' ৭০ বছর আগে (৫শ' ৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) দার্শনিক জেনোফেন্স-এর জন্ম হয়েছে, ১ হাজার ১শ' ৬১ বছর আগে (৫শ ৫১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) চীনা দার্শনিক কনফুসিয়ানের জন্ম হয়েছে, ১ হাজার ১শ' ১৩ বছর আগে (৫শ' ৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) দার্শনিক হিরাক্লিটাস-এর জন্ম হয়েছে, ১ হাজার ১শ' ১০ বছর আগে (৫শ' খ্রিস্টপূর্বাব্দে)

প্রধান যুদ্ধ-বিগ্রহ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুণ্ঠন, দেশ দখলের ঘটনা

ইসলামের আবির্ভাবের আগে (সাড়ে ৪ হাজার বছরের চিত্র)

খ্রিস্টপূর্বাব্দে

- o মিশরীয় সৈন্যদের যুদ্ধ অভিযান (২৮০০খ্রি:পূ:)
- o আর্যদের আগমন (২৫০০)
- o আর্যদের উত্তর ভারত দখল (১৯০০)
- o হিকসোদের দ্বারা মিশরের নীল অববাহিকা দখল, হিটাইটদের ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য দখল (১৮০০-১৭০০)
- o মিশর থেকে হিকসোদের বিতাড়ন (১৫৮০)
- o গ্রীকদের ট্রয় অবরোধ (১১৮০)
- o টাইগ্রীস নদী তীরের আসিরীয় সাম্রাজ্যের পতন (৮০০)
- o আসিরীয়দের মিশর দখল (৭৯০)
- o তিগনাথ পিলেসার কর্তৃক ব্যাবিলনীয়া দখল ও নব্য আসিরীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা (৭৪৫)
- o এসারডন কর্তৃক মিশরের হেবিস দখল (৬৮৩)
- o আসিরীয় সাম্রাজ্যের পতন (৬১৬)
- o ক্যালডিয়ানদের দ্বারা আসিরীয়া দখল ও দ্বিতীয় ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা (৬১২)
- o নেবুকাদনেজার কর্তৃক জেরুজালেম দখল (৬০৭)
- o ম্যারাথন যুদ্ধে গ্রীকদের বিজয় (৮৯০)
- o সাইরাস কর্তৃক পারস্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা (৫৩৯)
- o পারস্য কর্তৃক ব্যাবিলন দখল (৫৩৮)
- o পারসিকদের মিশর দখল (৫২৮)
- o ক্যাম্বেসিস কর্তৃক মিশর দখল (৫২৫)
- o পারস্যরাজ জারেকসিস কর্তৃক গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান, এথেন্স দখল (৪৮০)
- o পেলোপেনিয়াস যুদ্ধ। স্পার্টা কর্তৃক এথেন্স দখল (৪৩১-৪০৪)
- o গলদের দ্বারা রোম নগরী দখল ও লুণ্ঠন (৩৯০)
- o ফিলিপ কর্তৃক গোটা গ্রীস দখল (৩৩৮)
- o আলেকজান্ডারের মিশর দখল (৩৩০)
- o চন্দ্র মৌর্যের আক্রমনে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে গ্রীক বাহিনীর পরাজয়, সেনাপতি সেলুকাস বিতাড়িত (৩০৩)
- o দক্ষিণ ইতালি রোমের দখলে (২৭৫)
- o রোম ও কার্থেজের মধ্যে যুদ্ধ (২৬৪)
- o মিলে-এর যুদ্ধে রোমের বিজয় (২৬০)
- o শিহ্-হেরা-টি কর্তৃক চীনের কর্তৃত্ব দখল (২৪৬)
- o রোম কর্তৃক স্পেন দখল (২১০-২০৬)
- o রোমান বাহিনীর সঙ্গে স্পেনের যুদ্ধ (২০৪)
- o স্পেন রোমের দখলে (২০১)
- o চীনে তাতারদের হামলা (১৬৬)
- o রোমানদের দ্বারা কার্থেজ ধ্বংস (১৪৬)
- o রোমে গৃহযুদ্ধ (৮৮)
- o গ্রেট ব্রিটেনে জুলিয়াস সিজারের হামলা (৫৫)

খ্রিস্টাব্দ বা খ্রিস্ট-পরবর্তী

- o রোমান সম্রাট কুডিয়াসের ব্রিটেন অভিযান (৩০ খ্রিস্টাব্দ)
- o ফেউডিয়াসের ব্রিটেন দখল (৪৩)
- o সম্রাট টাইটাসের জেরুজালেম দখল ও ফিলিস্তিন থেকে ইহুদীদের বিতাড়ন (৭০)
- o রোমান সম্রাট টাজান কর্তৃক রোমানীয়া ও মেসোপটেমিয়াকে রোম-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তকরণ (৯০)
- o গথ উপজাতিদের বিজয়, রোমান সম্রাট ডিসিউস নিহত (২৫১)
- o রোমান সম্রাট থিওডোসিয়াস কর্তৃক গ্রীস ও ইতালি তেকে গথদের বিতাড়ন (৩৭৯)
- o পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে বর্বরদের হামলা, ব্রিটেন থেকে রোমানদের বিদায় (৪০৭)

ইসলামের আবির্ভাবের পরে (১ হাজার বছরের চিত্র)

খ্রিস্টাব্দে

- o মদিনায় মক্কাবাসীদের অবরোধ (৬২৭ খ্রিস্টাব্দ)
- o 'আল্লাহকে উপাস্য মানতে হবে' উল্লেখ করে সব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে হযরত মুহম্মদের হুঁশিয়ারী-পত্র প্রেরণ (৬২৮)
- o হযরত মুহম্মদের মক্কা দখল (৬৩০)
- o হযরত আবুবকর কর্তৃক ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দমন অভিযান (৬৩২)
- o মুসলিম অভিযান চালিয়ে খ্রিস্টানদের কর্তৃত্বে থাকা প্যালেস্টাইন দখল (৬৩৪)
- o ইয়ারমুকের যুদ্ধ। মুসলিম অভিযান চালিয়ে সিরিয়া দখল (৬৩৬)
- o কাদেরিয়ার যুদ্ধ এবং মুসলিমদের দ্বারা পারস্য, মেসোপটোমিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিশর দখল (৬৩৮)
- o হযরত উমর কর্তৃক পারস্য ও খোরাসান দখল (৬৩৯)
- o মুসলিমদের দ্বারা আলেকজান্দ্রিয়া দখল (৬৪১)
- o আরবীয় মুসলিম বাহিনীর রোম সাম্রাজ্যে হামলা ও রোম বাহিনীকে পরাজিতকরণ (৬৪৩)
- o রাইজানটাইন নৌবহরে মুসলিম হামলা ও পরাজিতকরণ (৬৫৫)
- o কন্স্ট্যান্টিনোপলে আরবীয় মুসলিম বাহিনীর হামলা (৬৬৯)
- o মুসলিম বাহিনীর সমরখন্দ দখল (৬৮৩)
- o স্পেনে আরবীয় মুসলিম বাহিনীর হামলা ও দখল (৭১১)
- o মুহম্মদ বিন কাশিমের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর সিন্ধু দখল (৭১২)
- o ফ্রান্সে আরবীয় মুসলিম বাহিনীর হামলা (৭২০)
- o টরসের যুদ্ধ (৭৩২)
- o আরব সাম্রাজ্যে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলা (৮০৯)
- o আলফ্রেডের অভিযানে ডেনদের পরাজয় (৮৭৮)
- o ডেনমার্কের সুয়েইন কর্তৃক ইংল্যান্ড দখল (১০১৩)
- o হ্যারল হেস্টিংসের যুদ্ধ (১০৬৬)
- o সেনজুক তুর্কীদের বাগদাদ দখল (১০৭১)
- o তুর্কীদের দ্বারা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের তীর্থস্থান দখল (১০৭৫)
- o প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রুসেড (১০৯৯-১২৭০)
- o কুর্দ নেতা গাজী সালাউদ্দিন কর্তৃক জেরুজালেম দখল (১১৮৭)
- o তৃতীয় ক্রুসেড (১১৮৯)
- o ভারতের উত্তরাঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য ও শাসন প্রতিষ্ঠা (১১৯০)
- o তারাইনের যুদ্ধ (১২৯২)
- o চতুর্থ ক্রুসেড (১২০২)
- o চেঙ্গিস খানের পিকিং দখল (১২১৪)
- o পঞ্চম ক্রুসেড (১২১৬)
- o মোঘলদের দ্বারা চীনের কিন সাম্রাজ্য দখল (১২৩৪)
- o ষষ্ঠ ক্রুসেড (১২৩৮)
- o সপ্তম ক্রুসেড। মোঘলদের দ্বারা কিয়েভ ধ্বংস, রাশিয়া মোঘলদের করদরাজ্যে পরিণত (১২৪০)
- o হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ দখল ও ধ্বংস (১২৫৮)
- o গ্রীকদের কন্স্ট্যান্টিনোপল পুনর্দখল (১২৬১)
- o অষ্টম ক্রুসেড (১২৭০)
- o ডানিং যুদ্ধ (১২৯৭)
- o ফলকাকের যুদ্ধ (১২৯৮)
- o ব্যালকরাবার্নের যুদ্ধ (১৩১৩)
- o ইংল্যান্ড-ফ্রান্স যুদ্ধ (১৩৩৭)
- o পরাটিয়ার্স যুদ্ধ (১৩৫৬)
- o ইংল্যান্ড-ফ্রান্স যুদ্ধ (১৩৬৯-১৩৭২)
- o স্কটদের দ্বারা ইংল্যান্ড দখল (১৩৮৫-৮৮)
- o নাইকোলপিস যুদ্ধ (১৩৯৬)
- o তৈমুর লংয়ের ভারতবর্ষে হামলা ও দিল্লি লুট (১৩৯৮)
- o ইংল্যান্ড-ফ্রান্স যুদ্ধ (১৪১৫-২৯)

- স্পেন, পর্তুগাল, ইতালি, গল ও উত্তর আফ্রিকায় বর্বরদের একযোগে হামলা ((৪১০)
- জ্যান্ডালদের দ্বারা রোম লুণ্ঠিত ((৪৫৫)
- পশ্চিমাঞ্চলীয় রোম সাম্রাজ্যের পতন (৪৭৬)
- জাস্টিয়ানের সেনাপতি বেলাসারিয়াস কর্তৃক রোম দখল (৫৩৬)
- লম্বার্ডদের দ্বারা ইতালি দখল (৫৭৮)
- রোমান সাম্রাজ্যের পতন (৬০০)

- অটোম্যান তুর্কীদের কন্সট্যান্টিনোপল দখল (১৪৫৩)
- পানিপথের প্রথম যুদ্ধ। বাবরের দিল্লি দখল। সুলতান সুমাইয়ার হাঙ্গেরী দখল (১৫২৬)
- সুলাইমান কর্তৃক ভিয়েনা অবরোধ (১৫২৯)
- পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬)
- হলদিঘাটের যুদ্ধ (১৫৭৪)
- জুটপেলের যুদ্ধ (১৫৮৬)
- ইংল্যান্ড-স্পেন যুদ্ধ (১৫৮৮)

দার্শনিক আনাক্সাগোরাস-এর জন্ম হয়েছে, ১ হাজার ৯৪ বছর আগে (৪শ' ৮৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) ট্র্যাজেডি রচনায় ইডিলাসের প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হোরোডেটাসের জন্ম হয়েছে, ১ হাজার ৭৯ বছর আগে (৪ শ' ৬৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে)

বিশ্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক সক্রেটিসের জন্ম হয়েছে, ১ হাজার ৭০ বছর আগে (৪শ' ৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হাইপোক্র্যাটস-এর জন্ম হয়েছে, দার্শনিক ডেক্রিটাসের জন্ম

হয়েছে, ১ হাজার ৬০ বছর আগে (৪শ' ৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) দার্শনিক এম্পিডোকলস-এর জন্ম হয়েছে, ১ হাজার ৪০ বছর আগে (৪শ' ৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) দার্শনিক লিউকিপ্পাসের জন্ম হয়েছে, ১ হাজার ৩৭ বছর আগে (৪শ' ২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) দার্শনিক প্লেটোর জন্ম হয়েছে, ৯শ' ৯৪ বছর আগে (৩শ' ৮৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) গ্রীস দার্শনিক এরিস্টটলের জন্ম হয়েছে, ৯শ' ৫০ বছর আগে (৩শ' ৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) মহা বিজ্ঞানী ইপিকুরাসের জন্ম হয়েছে, ৯শ' ১০ বছর আগে (৩শ' খ্রিস্টপূর্বাব্দে) মহাবিজ্ঞানী ইউক্লিডের জন্ম হয়েছে, ৮শ' ৯৭ বছর আগে (২শ' ৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের জন্ম হয়েছে, ৭শ' বছর আগে (১শ' খ্রিস্টপূর্বাব্দে) জুলিয়াস সিজারের জন্ম হয়েছে। এমনকি ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ-এর জন্মের (৫৭০ খ্রিস্টাব্দ) ১ হাজার ১শ' ৬ বছর আগে (৫শ' ৩৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) জন্ম হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের, ৫শ' ৭৪ বছর আগে (৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) জন্ম হয়েছে খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রিস্টের। ঐতিহাসিক অনেক রাজনৈতিক ঘটনাও ঘটেছে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের আগে। যেমন ১ হাজার ১শ' ১৯ বছর আগে (৫শ' ৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) রোমে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে, ১ হাজার ৭১ বছর আগে (৪শ' ৬১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) এথেন্সে পেরিক্লিসের নেতৃত্বে এসেছে রাজনৈতিক স্বর্ণযুগ, ৬শ' ৮৩ বছর আগে (৭৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) স্পার্টাকাসে ঘটেছে ঐতিহাসিক দাস-বিদ্রোহ। সুতরাং কোনভাবেই বলার অবকাশ নেই ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের আগে, বা অন্য যে কোন ধর্মের আগে পৃথিবীতে সু-

প্রধান প্রধান ধর্ম এবং ধর্ম প্রবর্তনকারী		
সময়কাল	ধর্মগ্রন্থ	প্রবর্তনকারী
৮০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ (এখন থেকে ১০ হাজার বছর আগে)	ঋগ্বেদ (পরে বেদ)	ঋষিগণ
৬১৯৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ (এখন থেকে ৮ হাজার ২শ' ১ বছর আগে)	জেন্দ-আভেস্তা	জোরওয়াস্টার
৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ (এখন থেকে ৫ হাজার বছর আগে)	আমদুয়াত	-
১২৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ (এখন থেকে ৩ হাজার ২শ' ৯৩ বছর আগে)	বাইবেল (তৈরিত)	হযরত মুসা
১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ (এখন থেকে ৩ হাজার ৮ বছর আগে)	বাইবেল (জব্বুর)	হযরত দাউদ
৫১০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ (এখন থেকে ২ হাজার ৫শ' ১৮ বছর আগে)	বৌদ্ধ ধর্ম	গৌতম বুদ্ধ
২৬ খ্রিস্টাব্দ (এখন থেকে ১ হাজার ৯শ' ৮২ বছর আগে)	বাইবেল (ইঞ্জিল)	হযরত ইশা বা যীশুখ্রিস্ট
৬১০ খ্রিস্টাব্দ (এখন থেকে ১ হাজার ৩শ' ৯৮ বছর আগে)	কোরআন	হযরত মুহম্মদ

সভ্যতা ছিল না, সৃষ্টিশীলতা ছিল না, মানবতা ছিল না, আবিস্কার ছিল না, বিজ্ঞানী বা দার্শনিক ছিল না, শান্তি-শৃঙ্খলা ছিল না। বলা যাবে না মানুষ পুরো অসভ্য-বর্বর এবং পশুতুল্য ছিল। বলা যাবে না তাদের জ্ঞান-গরিমা, শিক্ষা-দীক্ষা কোন কিছুই তখন ছিল না। বরং বলতে হবে তখন ছিল মহান এক উজ্জ্বল যুগ, যা অনেক দীর্ঘ ও সুবিশাল।

ধর্মের আবির্ভাব নিয়েও রয়েছে অনেক রাখ-ঢাক, লুকোচুরি। ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রথমে ঋষিরা কল্পনা দিয়ে ধর্মের প্রবর্তন ঘটিয়েছেন। তাদের থেকে এসেছে ঋগ্বেদ। পরে বেদ। তারপর ঋষিদের কল্পনাকে আরও খানিকটা যুগোপযোগী করে বা সংস্কার সাধন করে জোরওয়াস্টার কর্তৃক জেভ-আভেস্তা নামে ধর্মগ্রন্থের প্রবর্তন ঘটানো হয়েছে। তারপর আরও সংস্কার করে আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে আমদুয়াতের। এর উপর আরও সংস্কার সাধন করে আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে তৌরিত বাইবেলের। এরও সংস্কার সাধন করে আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে জব্বুর বাইবেলের। মাঝখানে আরও ভিন্নভাবে যুগযোপযোগী করে গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তন ঘটিয়েছেন বৌদ্ধ ধর্মের। এরপর আরও সংস্কার সাধন করে প্রবর্তন ঘটানো হয়েছে বাইবেল (ইঞ্জিল) নতুন নিয়মের। সবশেষে আরও খানিকটা সংস্কার সাধন করে প্রবর্তন ঘটানো হয়েছে কোরআর বা ইসলাম ধর্মের। যে কারণে প্রত্যেকটা ধর্মের সঙ্গেই প্রত্যেক ধর্মের মিল, বিশেষ করে আয়াত বা ধর্মবাক্যে মিল পাওয়া যায়। সর্বশেষ ধর্ম হিসেবে ইসলাম প্রবর্তনের সময় পুরনো ধর্মগ্রন্থগুলোর ভাল বাক্য বা বিষয়গুলো গ্রহণ করা হয়েছে, যুগোপযোগিতার কারণে আরবদের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না– এমন বিষয়গুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। এই ধর্ম প্রবর্তনকে সামনে রেখে প্রবর্তকের স্বার্থ-লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে কোরআনকে দীর্ঘ সময় ধরে নাজেল করার সুযোগে তৎকালীন আরব সমাজের আর্থ-রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে তাল মেলাতে নানা বিষয় সংযুক্ত করা হয়েছে। যে কারণে অনেক বিষয়ই শেষপর্যন্ত স্ববিরোধী হয়ে পড়েছে এবং এক অবস্থানের সঙ্গে আরেক অবস্থানের সমন্বয়ের বড় রকমের অভাব তৈরি হয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, তৎকালীন আরবের লোকেরা বা ধর্ম প্রবর্তক নিজেও পৃথিবী সম্পর্কে এতোই অজ্ঞ ছিলেন যে, ইসলামের আগে পৃথিবীর মানুষ 'আইয়ামে জাহেলিয়াত' যুগে ছিল বলে ভ্রান্ত ধারণা দেওয়া হয়েছে এবং সবচেয়ে অশিক্ষিত-অজ্ঞ আরবের লোকেরা তাই-ই বিশ্বাস করেছে। যা (ওই ভ্রান্ত ধারণা) আজও সব জায়গার মুসলমানদের বোঝানোর বা বিশ্বাস করানোর চেষ্টা হয়ে থাকে। আসলে পৃথিবী যে অন্ধকার যুগে ছিল না– তা ইতিহাসের পাতা উল্টালেই দেখা যায়।

সুতরাং একটা বিষয় পরিস্কার যে, ধর্মের প্রবর্তনই হয়েছিল কল্পনাকে ভর করে এবং সে ধর্ম আজও সেই কল্পনাতেই আছে। সে যে ধর্মই হোক না কেন। কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে যে কল্পনার স্থান নেই এবং কল্পনা যে প্রমাণহীন হতে বাধ্য– তা বলার অপেক্ষাই রাখে না। বিজ্ঞান প্রমাণনির্ভর, এবং প্রমাণ বা সত্যের উপর দাঁড়িয়েই বিজ্ঞানকে চলতে হয়। যা ধর্মের ব্যাপারে পুরো উল্টো, এবং সে কারণে ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন সমন্বয় হতে পারে না। আর পৃথিবী এবং মানবসভ্যতার ইতিহাস হলো প্রমাণ নির্ভর, অর্থাৎ বিজ্ঞান নির্ভর। আর ধর্ম হলো কল্প-কাহিনী, সে কারণে তারপক্ষে প্রমাণের মুখোমুখী দাঁড়ানো সম্ভব নয়। সে জন্যই একে কল্পলোক দিয়ে অজ্ঞ মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা চালাতে হয়। একে জ্ঞান-সচেতনতা-সুশিক্ষা-ইতিহাসের সামনে শঙ্কিত, আতংকিত থাকতে হয়। ফলে ধর্ম সবসময়ই বিজ্ঞান বা জ্ঞানের প্রতিপক্ষ, শত্রু। কারণ এই বিজ্ঞানই যে ধর্মের নাশ বা যম। সুতরাং ধর্মের দারুণ ভয় বিজ্ঞানে।

বড় কথাটি হলো– মানুষ যতো জানবে ততো শিক্ষিত হবে, ততো বুঝবে, এবং ততো সত্য বা বস্তুতান্ত্রিক হবে। আর তা-হলেই ধর্মের জন্য মহাবিপদ। কারণ জানলে, শিক্ষিত হলে এবং বুঝলে– সত্যের জয়, বিজ্ঞানের জয়, বস্তুবাদের জয় হবে। আর পরাজয় বা বিলুপ্তি ঘটবে ভাববাদের, কল্পলোকের, তথা ধর্মের। সুতরাং সত্যই যেহেতু বিজ্ঞান, সেহেতু সত্যের প্রতিষ্ঠায় মিথ্যার ধ্বংস অনিবার্য। আর এ কারণেই ধর্ম বা ধর্মবাদীরা মৃত্যুভয়ে আতংকিত। এখানে আত্মরক্ষা পেতেই ধর্মবাদীদেরকে অবিরাম মরিয়া প্রচেষ্টা চালাতে হয়।

আরেকটা বিষয় হলো, ধর্মের জন্ম বা একে টিকিয়ে রাখার পেছনে বেশ কতগুলো কারণ রয়েছে। এ কারণের অন্যতম হলো– ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত স্বার্থরক্ষা করা, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এ গোষ্ঠীর লাভজনক বাণিজক্ষেত্র রচনা করা, ক্ষমতাবান হওয়া– সর্বপরি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে শোষণ-শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে মুষ্টিমেয় শোষকগোষ্ঠীর ব্যাপক স্বার্থরক্ষা করা। দেখা যাবে জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত এই কাজটিই নানা কৌশলে করে আসছে ধর্ম। প্রকৃতপক্ষে কল্পিত পরলোক নামের এক লোভনীয় জায়গার লোভ দেখিয়ে পৃথিবীর বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে শোষিত-শাসিত এবং লুণ্ঠন করতে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ পরিহার করে ধর্মকে তৈরি করতে হয় ভাববাদ বা কল্পলোকের ধারণা। ধর্ম এজন্যই ব্যবহার হয়ে এসেছে এবং আজও হচ্ছে। ঠিক এ কারণেই শোষকগোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদ এই ধর্মকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রণান্ত চেষ্টা করে থাকে। আর বিজ্ঞান সব সময়ই আর্থ-রাজ-সামাজিক সকল ক্ষেত্রে মানুষকে বস্তুবাদের ভিত্তিতে– তথা সত্যের উপর দাঁড় করিয়ে তাঁর স্বার্থরক্ষা করতে চায়। যেহেতু পৃথিবীতে মানুষ মূলত দুইভাগে বিভক্ত- শোষক ও শোষিত, আর যেহেতু শোষিত মানুষই সিংহভাগ– সেহেতু ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠী হিসেবে শোষকগোষ্ঠীর স্বীয়-স্বার্থরক্ষায় ধর্মকে ব্যবহার করতে হয় এবং এই ধর্মকে শোষিত মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে হয়। এ অবস্থায় সিংহভাগ মানুষের জন্য যেমন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রয়োজন শোষণমুক্তি, তেমন সত্যের উপর দাঁড়াতে প্রয়োজন বিজ্ঞান। এ দুটো যতো পূরণ বা বিকশিত হবে, ধর্মের মৃত্যু ততো ঘনিয়ে আসবে। এখানে একে-অপরের সমন্বয়ের কিছু নেই। বরং আছে সংঘাত, এবং অনিবার্যভাবে আছে মিথ্যার ধবংস বা মৃত্যু।

- আবুল হোসেন খোকন : সাংবাদিক-লেখক ও মানবাধিকার কর্মী।